

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালা

বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ ডিসেম্বর ২০০৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	০৩
২। উদ্দেশ্য	০৫
৩। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	০৬
৪। সম্পদ, প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন কর্মসূচী	০৭
৫। বিনিয়োগ এবং আর্থিক উৎসাহ	০৮
৬। রেগুলেটরী নীতিমালা	০৯
৭। ব্যাখ্যা	১০
৮। শব্দ সংক্ষেপ/পারিভাষিক শব্দকোষ	১০

১। ভূমিকা

১.১ দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যিক উপাদানসমূহের অন্যতম হইল জ্বালানী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা, “গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে” বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রকাশ করে। বিদ্যমান জ্বালানীর অবস্থা মূলতঃ গ্যাস, কয়লা, তৈল, ইত্যাদি জৈব জ্বালানীর ন্যায় বাণিজ্যিক জ্বালানীর উৎসের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী জ্বালানী খাতের ব্যাপক পরিবর্তন মূলত নিম্নবর্ণিত তিনটি কারণে ঘটিতেছে :

- (১) জৈব জ্বালানীর প্রাপ্যতা, পরবর্তী দশকগুলিতে উহার ক্রমাগত নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা এবং সরবরাহ ও চাহিদার সমন্বয়ের অভাবে উহার মূল্যের উঠানামা,
- (২) জলবায়ু পরিবর্তন রোধকল্পে বৈশ্বিক ধোঁয়া নির্গমন কঠোরভাবে হ্রাস (২০৫০ সালের মধ্যে ৮০% হ্রাস) করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং ,
- (৩) জ্বালানী নিরাপত্তা,

বাংলাদেশে এখনও কার্যকরভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় নাই, ফলে অবিলম্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন অত্যাবশ্যিক। নবায়নযোগ্য জ্বালানী অর্থে সৌর, বায়ু, বায়ো-গ্যাস, হাইড্রো, জিওথার্মাল, টাইডল ওয়েব ইত্যাদি বুঝাইবে।

১.২ প্রচলিত বায়ো-গ্যাসের ফরমে নবায়নযোগ্য জ্বালানী বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানী উৎসসমূহের অন্যতম যাহা ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানীর প্রায় ৩৫-৬০% পূরণ করিয়া থাকে। বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী অর্থাৎ সোলার ফটোভল্টিক, সোলার থার্মাল পাওয়ার, বায়ুশক্তি, বায়ো-গ্যাস ইত্যাদির পরিমাণ ও উহার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অদ্যাবধি নির্ধারণ করা হয় নাই এবং বর্তমানের নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নের ক্ষমতা খুবই নগণ্য। যদিও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনব্যয় তুলনামূলকভাবে জৈব জ্বালানীর খরচ অপেক্ষা অধিক, তাহা সত্ত্বেও আনুষঙ্গিক সমস্যা (অর্থাৎ পরিবেশের ক্ষতি, স্বাস্থ্য সমস্যা) এবং স্বল্প পরিচালনা খরচ বিবেচনা করিলে ইহা অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী হইবে।

১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর প্রধান উৎসসমূহ হইল-

(ক) সৌর (Solar):

(১) সোলার ফটোভলটেইক (solar photovoltaic) : সোলার ফটোভলটেইক (পিভি) সিস্টেম সমগ্র দেশে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) এর অধিক পরিবারে ব্যবহৃত হইতেছে, যাহার ক্ষমতা প্রায় ১৫ (পনের) মেগা ওয়াট (নভেম্বর, ২০০৮)। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (IDCOL), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ(এলজিইডি), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এবং সোলার এনার্জি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সহিত জড়িত বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সোলার পিভি সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হইতেছে। দেশের অভ্যন্তরে সৌর শক্তির ব্যাপক সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(২) সোলার থার্মাল পাওয়ার/কনসেন্ট্রেটিং সোলার পাওয়ার (সিএসপি): এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌর বিকিরণ আহরণ করিয়া কয়েকটি পর্যায়ের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে মেকানিক্যাল এনার্জি উৎপাদন পূর্বক জেনারেটর পরিচালনা করা হয়। দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি পূরণের জন্য ইহার প্রচলন করা আবশ্যিক।

(খ) বায়ুশক্তি: বায়ুশক্তিও বিদ্যুতের ঘাটতি কিছুটা লাঘব করিয়াছে। ইহা কেবল জোরালো বাতাস রহিয়াছে এইরূপ উপকূল এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহে কার্যকর থাকে। উপকূল এলাকার বায়ুশক্তির স্থাপনাসমূহের মাধ্যমে বায়ুচালিত পাম্প এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালনের চমৎকার সুযোগ রহিয়াছে। বর্তমানে ফেনী ও কুতুবদিয়ায় ২ (দুই) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম বায়ুচালিত টারবাইন (wind turbine) রহিয়াছে।

(গ) বায়ো-ম্যাস: বাংলাদেশে বায়োম্যাস ভিত্তিক বিদ্যুতের অপার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশের সহজপ্রাপ্য বায়ো-ম্যাসের উৎসসমূহ হইল: তুষ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, কাঠ, পাটকাঠি, পশুর বর্জ্য, পৌর বর্জ্য, আখের ছোবড়া ইত্যাদি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) বায়ো-গ্যাস মূলতঃ পশু ও পৌর বর্জ্য হইতে উৎপন্ন বায়োগ্যাস বাংলাদেশের জন্য একটি প্রতিশ্রুতিশীল নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস হইতে পারে। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে কয়েক হাজার পরিবারিক ও গ্রাম-ভিত্তিক বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট রহিয়াছে। রান্না-বান্নার কার্যে এবং গ্রাম ও উপ-শহর এলাকায় বিদ্যুৎ ঘাটতির সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মৌলিক বায়ো-গ্যাস প্রযুক্তি একটি সম্ভাবনাময় উৎস।

(ঙ) পানি (hydro): চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম পাহাড়িয়া এলাকা ব্যতীত বাংলাদেশে মাইক্রো হাইড্রো ও মিনি হাইড্রোর সম্ভাবনা সীমিত। কয়েকটি স্থানে ১০ (দশ) মেগাওয়াট হইতে ৫ (পাঁচ)

মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা চিহ্নিত করা হইয়াছে। তবে এখনও উল্লেখযোগ্য স্থাপনা গড়িয়া তোলা হয় নাই। ১৯৬০ এর দশকে স্থাপিত দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইল কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র যাহার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ (দুইশত ত্রিশ) মেগাওয়াট।

- (চ) **বিবিধ:** অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎসসমূহ হইল: বায়ো-ফুয়েল, গ্যাসোহোল, জিয়োথার্মাল, ওয়েভ এবং টাইডাল এনার্জি। এইসব উৎসের সম্ভাব্যতা এখনও যাচাই করা হয় নাই।

২। উদ্দেশ্য:

নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালার উদ্দেশ্য হইল:

- (১) নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি গ্রামাঞ্চল, উপশহর ও শহর এলাকায় ছড়াইয়া দেওয়া,
- (২) নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তা করা, উৎসাহ যোগান এবং সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা,
- (৩) দেশীয় অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানী সরবরাহের বিকল্প হিসাবে টেকসই (Sustainable) জ্বালানী সরবরাহের উন্নয়ন করা,
- (৪) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানী কতটুকু অবদান রাখিতে পারে তাহা নির্ধারণ করা,
- (৫) বিদ্যুৎ ও তাপশক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানী কতটুকু অবদান রাখিতে পারে তাহা নির্ধারণ করা,
- (৬) নবায়নযোগ্য জ্বালানী যথাযথ, কার্যকর ও পরিবেশ-বান্ধব হিসাবে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা,
- (৭) জ্বালানী ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সৃষ্টি করা,
- (৮) নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও আইনী সহায়তা প্রদান করা,
- (৯) নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রযুক্তি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা,
- (১০) সিডিএম এর জন্য পরিশুদ্ধ জ্বালানী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা,
- (১১) ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা পাঁচভাগ এবং ২০২০ সালের মধ্যে শতকরা দশ ভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস হইতে মিটাইবার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা। সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এই নীতিমালা কার্যকর হইবে।

৩। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৩.১ টেকসই (Sustainable) জ্বালানী ব্যবস্থার (নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং এনার্জি দক্ষতার সমন্বয়ে টেকসই জ্বালানী ব্যবস্থা গঠিত) উন্নয়ন ও প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে সাসটেন্যাবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (SEDA) নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, স্টেকহোল্ডারগণের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ এবং/বা বাংলাদেশ সোলার এনার্জি সমিতি, এনজিও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাস্তবায়নকারী এজেন্সীসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সেডা (SEDA) বোর্ড গঠিত হইবে। কোম্পানী হিসাবে সেডা'র দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ-

- (১) বিভিন্ন এজেন্সী বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া, কর্মপরিকল্পনাসহ টেকসই জ্বালানী পরিকল্পনায় সমন্বয় (Co-ordination) করা,
- (২) নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ জ্বালানী প্রযুক্তি (clean energy technology) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় জ্বালানী নীতিমালা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন সুসংহতকরণ,
- (৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ জ্বালানী প্রযুক্তি বিষয়ে নূতন নূতন প্রযুক্তি এবং নূতন ব্যবসায়ের মডেল প্রদর্শন,
- (৪) ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানী শিল্প (enterprise) প্রতিষ্ঠায় এবং সরবরাহকারীদের সহায়তা প্রদান,
- (৫) জ্বালানী নিরীক্ষার (energy audit) মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পের পদ্ধতিগত উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান,
- (৬) বাজারের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে টেকসই (Sustainable) জ্বালানী প্রযুক্তির সুবিধা সৃষ্টি এবং এনার্জি সার্ভিস কোম্পানী এবং রুয়াল জ্বালানী প্রোভাইডারের ন্যায্য ব্যবসা সংক্রান্তমডেল স্থাপন করা,
- (৭) সকল প্রকার নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য মঞ্জুরী, ভর্তুকি এবং/ বা কার্বন/সিডিএম তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক দক্ষতা বা সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন,
- (৮) বিশেষতঃ পল্লী জ্বালানী মহাপরিকল্পনার ক্ষেত্রে (Rural Energy Master Plan) নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ এবং মূল্য নির্ধারণ করা (data and assess),
- (৯) সাধারণ জ্বালানী (Common energy) এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার (Power applications) এর চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত নবায়নযোগ্য জ্বালানীর আপেক্ষিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তহবিল যোগান দেওয়া, যেমন- যান্ত্রিক সেচের জন্য সৌর, বায়ো-গ্যাস ও বায়ো-ডিজেল, বনব্যবস্থাপনা ও

রূপান্তর (Conversion) এবং মঞ্জুরী, ভর্তুকি এবং /বা কারবন/সিডিএম তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে
জ্বালানী কাঠের ব্যবহার এর বিকল্প তৈরী হয়,

- (১০) টেকসই জ্বালানী প্রযুক্তি যেমন- উন্নত রান্নার চুলা এবং পারিবারিক বায়ো-গ্যাস প্লান্ট এর বাজার
উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান,
- (১১) নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান,
- (১২) নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার হইতে উদ্ভূত পরিবেশগত নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন এবং
- (১৩) গ্রীডের সহিত সংযুক্ত হইবে এই ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রক্রিয়া করণ।

- ৩.২ সেডা (SEDA) গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ অথবা
উহার মনোনীত সংস্থা নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করিবে।
- ৩.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সার্বিক নীতিমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ
মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

৪। সম্পদ, প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন কর্মসূচী

- ৪.১ সেডা বিদ্যুৎ, জ্বালানী এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সহিত যৌথভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী
প্রযুক্তির উন্নয়ন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য দায়ী থাকিবে।
- ৪.২ সেডা নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শেয়ারের উন্নতি সাধনে সামর্থ্য বিনির্মাণ,
প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বাজার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করিবে।
- ৪.৩ দেশব্যাপী নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকল বিদ্যুৎ সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল
বিভাগ (এলজিইডি), অন্যান্য আগ্রহী সরকারি, ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা এবং এনজিওসমূহ সমন্বিতভাবে
কাজ করিবে।
- ৪.৪ বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ বা যে কোন গ্রাহক পারস্পরিক আলোচনা/সমঝোতার ভিত্তিতে, সরকারি এবং বেসরকারি
উভয় খাত হইতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পে উৎপাদিত বিদ্যুৎ (৫ মেঃওঃ এর নিচে) ক্রয় করিতে পারিবে।
- ৪.৫ নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পের স্পঞ্জরণ উহার ভোক্তাদের মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে, প্রকল্প স্পঞ্জর এবং
সঞ্চালন/বিতরণ ব্যবস্থার (ট্রান্সমিশন/ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাসিলিটির) মালিকগণের সহিত, সমঝোতা চুক্তির
ভিত্তিতে, বিদ্যমান বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করিতে পারিবে, যদি উহার পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা
থাকে। স্পঞ্জরণকে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মালিকগণকে হইলিং চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে। বিদ্যুৎ,
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সহিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের
পরামর্শক্রমে হইলিং চার্জ (wheeling charge) নির্ধারিত হইবে।
- ৪.৬ বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও, সৌর তাপ ও বায়ো-গ্যাস বা অন্যান্য উপায়/সংগতি (means) যেমন- ছাশ্ব ইত্যাদি
উন্নয়ন করিতে হইবে।

- ৪.৭ সেডা (SEDA) মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্থানীয়ভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী যন্ত্রপাতি উৎপাদনে উৎসাহে যোগাইবে, নবায়নযোগ্য জ্বালানী যন্ত্রপাতির গুণগত মান বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রনে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী যন্ত্রপাতি পরীক্ষার জন্য মান নিয়ন্ত্রন পরীক্ষাগার স্থাপনে সাহায্য করিবে।
- ৪.৮ বৃহৎ বায়োম্যাস বিদ্যুৎ প্রকল্প (যথাঃ ১মেঃওয়াট ও এর অধিক) এর ক্ষেত্রে প্রকল্প স্থাপনকারী অবশ্যই টেকসইভাবে বায়োম্যাস সংগ্রহ পদ্ধতি প্রদর্শন করিবে এবং এরূপ উন্নয়নের ফলে যাতে কোনরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করিবে,
- ৪.৯ বিদ্যমান ফসল ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া সীমিত আকারে জৈব জ্বালানীর (Bio fuel) ব্যবহার উৎসাহিত করা হইবে।
- ৫। **বিনিয়োগ এবং আর্থিক উৎসাহ**
- ৫.১ সরকারি, বেসরকারি, দাতা, কার্বন ইমিশন ট্রেডিং (সিডিএম) এবং কার্বন তহবিলে অভিজ্ঞতা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিনিয়োগে অর্থসংস্থানের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানীর বিদ্যমান অর্থায়ন সুবিধা (renewable energy financing facility) সম্প্রসারণ করা হইবে।
- ৫.২ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য এতদসংক্রান্ত সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম তৈরীতে ব্যবহৃত সকল কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশসমূহকে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদান অব্যাহতি প্রদান করা হইবে। ভোক্তা পর্যায়ে কর অব্যাহতির সুবিধা পৌছানোর বিষয়ে SEDA বা SEDA গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগ বা উহার মনোনীত সংস্থা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নিরূপণ করিবে।
- ৫.৩ বিশেষতঃ পল্লী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানী সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ঋণের অতিরিক্ত ক্ষুদ্র-ঋণ সহায়তা পদ্ধতি নেটওয়ার্ক (micro-credit support system network) প্রতিষ্ঠা করা হইবে।
- ৫.৪ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং জ্বালানী দক্ষতা প্রকল্পে বিনিয়োগ সহজতর করিবে। সেডা স্থানীয় সরকারি অফিসসমূহের সহযোগিতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্প উন্নয়নের জন্য এরূপ ব্যবস্থা ঘরে ঘরে পৌছানোর (out reach) কর্মসূচী গ্রহণ করিবে।
- ৫.৫ সেডা সৌর, বায়ু, বায়োম্যাস এবং/ বা অন্য যে কোন নবায়নযোগ্য বিশুদ্ধ জ্বালানী প্রকল্প স্থাপনের জন্য ভর্তুকির বিষয় বিবেচনা করিবে।
- ৫.৬ নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের প্রাথমিক পদক্ষেপসহ (joint venture initiatives) বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও উন্নয়ন করা হইবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের

বিদ্যুৎ বিভাগ/সেডা প্রকল্প ভূমির অবস্থান নির্ধারণে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণেও সহায়তা করিবে।

- ৫.৭ সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পে বিনিয়োগকারীগণকে গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য কর্পোরেট আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে এবং কর অবকাশের ফলে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার মূল্যায়নপূর্বক (impact assessment) উহা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করা হইবে।
- ৫.৮ নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য শ্রেণীমূলক মূল্যহার বিবেচনা করা যাইতে পারে যা বেসরকারি উৎপাদনকারীগণের নিকট হইতে বিতরণকারী কর্তৃক বিদ্যুতের সর্বোচ্চ দ্রম্মমূল্যের ১০% বেশি হইতে পারে।
- ৫.৯ পানি হিটিং কাজে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সৌর পানি হিটার (Solar water heater) ব্যবহার উৎসাহিত করা হইবে। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।
- ৫.১০ ঋণদান পদ্ধতি সহজীকরণ ও জোরদার করা হইবে।

৬। রেগুলেটরি নীতিমালা

- ৬.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পসমূহকে, প্ল্যান্ট হইতে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য বিইআরসির নিকট হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স (power generation license) গ্রহণ করিতে হইবে, যদি প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫ মেঃওঃ বা উহার অধিক হয়।
- ৬.২ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সেডা, বিইআরসির সহিত পরামর্শক্রমে নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎস হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের জন্য রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক গঠন করিবে।
- ৬.৩ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ/সেডা এর সহিত পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর বিধান অনুসারে বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণ করিবে, যদি নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫ (পাঁচ) মেগাওয়াট (৫ MW) বা ততোধিক হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহকারীগণ “গ্রীন এনার্জি” ট্যারিফ এর প্রস্তাব করিতে পারিবেন, যাহা ভোক্তাগণকে নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের উন্নয়নের জন্য তাহাদের বিদ্যুৎ বিলের মাধ্যমে কো-ফিন্যান্স এর সুযোগ প্রদান করিবে।

৭। ব্যাখ্যা

(ক) ধারার শিরোনাম পাঠের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে এবং কোন ধারার ব্যাখ্যায় ব্যাহত করিবে না।

(খ) এই নীতিমালার কোন বিধানের ব্যাখ্যার অস্পষ্টতা/জটিলতা উদ্ভবের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত হইবে।

৮। শব্দ সংক্ষেপ/পারিভাষিক শব্দকোষ

যে ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় (guidelines) পারিভাষিক শব্দ/শব্দ সংক্ষেপ (terms) নিম্নবর্ণিত এক বচনে বা বহুবচনে, বর্তমানকাল বা ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত হইবে, সেই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গে প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, উক্ত পারিভাষিক শব্দ/শব্দ সংক্ষেপ সমূহের নিম্নরূপ অর্থ হইবে:

বিইআরসি	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিপিডিবি	বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
সিডিএম	ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম
সিএসপি	কনসেন্ট্রেটিং সোলার পাওয়ার
সরকার	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এলজিইডি	স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ
এমওএফ	অর্থ মন্ত্রণালয়
এমপিইএমআর	বিদ্যুৎ, জ্বালানী এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
এনইপি	ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি
এনজিও	বেসরকারী সংগঠন
পিডি	সোলার ফটোভলটেইক
আরই	নবায়নযোগ্য জ্বালানী
আরইবি	রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড
সেডা	কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সাসটেইন্যাবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী
আরইটি	নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি (রিনিউএবল এনার্জি টেকনোলজি)
ভ্যাট	মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাল্যু এডেড ট্যাক্স)